টুকরো সন্দেশ ২

ডালিয়া নিলুফার

চোখের কাজ কান দিয়ে হয় না। সেই রকমই জানতাম। দুহাজার পাঁচ - এ এসে টের পেলাম এটা ভূল। কানে যা শুনছি, তাই বিশ্বাস করছি। তাই মেনে যাচ্ছি, খেয়ে না খেয়ে। চোখে দেখবারও দরকার নেই। যেচে সময়ের সে-রাদ্ধ! দেখার আগেই জ্যান্ত দেখতে পাই সব। সম্ভব অসম্ভব আজ আর আলাদা কোথায় ?

পরপর বসেছিলো দুখানা মেলা। যেমন ঘটে বিয়ের পরপরই বৌভাত। পেরেশানীর চুড়ান্ত! তবু লোক আটকাবে কার সাধ্য? ভালোমন্দ রাঁধো বাড়। লোকজন ডাক। খাও দাও। হল্লা গুল্লা কর। বাঙালী বলতেই তাই। এলোমেলো খুশীতে পাগল।

এরই মধ্যে পুরনো অঘটনের মুসাবিদা করতে পাতা মঞ্চ। লোকজনের সোজাসাপটা নয়তো কোনাকুনি বক্তব্য। এক চামচ সোজা কথায় দুই চামচ ট্যারা রাজনীতির কচাল। তাই মিশিয়ে তৈরি করবে 'ওরে বাবা!' জাতীয় সালিশী ব্যাপার। যা দেখে মুখ ঘুরিয়ে রাখলেও কথা ঠিকই কান দিয়ে গিলে খাই।

দেখছি জলজ্যান্ত সমাজ। চলছে ফিরছে। কূটকচালি করছে। দাওয়াতে দাওয়াতে ক্লান্ত হচ্ছে। সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বেড়ে একহাত দেখিয়ে দিচ্ছে। অথচ বড় হচ্ছে অনাথের মত! অভিভাবকহীন। শাষনহীন এক সমাজ। ভুল মন্দ, দোষ লজ্জা ছাড়া সংসার কোথায়? তবু আজ এমন হয়েছে যে, মানুষ বুঝিবা ক্রমাগত মানুষের ভূল গুলি নিয়ে নাড়াঘাটা করতেই বেশী আগ্রহী। শোধরাতে নয়। আলোচনা হচ্ছে কম। সমালোচনার মুখ নড়ে যাচ্ছে একটানা। বেঁধে যাচ্ছে বিরোধ। সমানে। গুপ্তে। অগুপ্তে। আড়ালও থাকছে না আর। অগ্রজে অনুজে। খসে যাচ্ছে আড়াল। আর এরই মধ্যে যত রকমের আনন্দ খুঁজে নিচ্ছে মানুষ।

অথচ কি কারনে জানিনা, দেশ ছাড়বার আগে খুব মনে হয়েছিলো কিচ্ছু নেবনা সঙ্গে। ঝাড়া হাত পা নিয়ে হাজির হব এই শহরে। হালকা। ঝকঝকে। পরিচ্ছন্ন মেজাজে। হয়নি। কোন ফাঁকে তবু স্যুটকেসের কোনায়, জুতোর ফাঁকে, আচার আর চানাচুরের পুটলীর মধ্যে টুক করে ঢুকে গেল ঈর্ষা, রেষারেষি আর নিন্দে মন্দ গাওয়ার পুরনো জঞ্জাল। জ্বীভের সাথে জন্মের মত লটকে গেল আজন্মের লোভ। ঢুকল বুকের ভিতর একখাবলা হিংসা। আর তাই নিয়ে মগজের ভিতর পেতে বসল বলিহারী সংসার।

চাকরী বাকরী, থাকা খাওয়া আর লোকজনের সাথে একটু আধটু জানাশোনা করা প্রথম প্রথম এই সবেতে মন ছিলো বেশী। বোধ হয় বছর দুএক। এরপর যতই না

পায়ের তলায় মাটি শক্ত হতে লাগল, মনের যেন পাখা গজাল কয়েকখানা। কি কারনে বাড়ীগাড়ী, পদ আর পদবী নিয়ে লোকজনের সাথে ঢের পাল্লাপাল্লি শুরু করলাম। ভেবে পেলামনা মনের এই দূর্দশা ঘটল কখন!

বাজার ভরা সুখ আর সুস্বাস্থ্যের এন্তার চাক্ষুস আয়োজন। বেশুমার খানাদানা। খাই দাই। জাবর কাটি। তবু মনের স্বাস্থ্য ফেরেনা। সুশৃঙ্খল নিয়ম কানুনের মধ্যে উঠি বসি। অথচ তারপরেও দেখি মনের মধ্যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলতার ঘোঁট। পোষাকী শরীর দেখে যেমন বোঝা যায় না এরই মধ্যে আছে পাশাপাশি কফ, মলমুত্র আর নিষিদ্ধ জীবানু অগুনতি। আছে - হিংসা রাগ, স্বার্থপরতা আর লোভের একত্রে বসবাস। এও তেমনি।

নীল আর সবুজ উপচে পড়া এক দেশ। সমস্ত সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য্য উপুড় করে দিয়েও মানুষের মনের এই দৈন্যতাকে দূর করতে পারেনি। ক্ষুদ্রতাকে ঠেকাতে পারেনি। কিসে যাবে এই অপূর্ণতা? এই অসুস্থতা? কে জানে! কেবল দীর্ঘায়িত হচ্ছে এক স্থুল জীবন যাপন। অর্থহীন। সারবত্তাহীন। আজ সত্যিকার অর্থে ভালো কে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলবার মত সাহসও যেন নেই। ভিতরে ভিতরে কেবল 'মনে করাকরি'র ভয়। সময়ের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে যাই। হেরে যেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নির্দয় বাস্ত বতার কছে। ন্যায় অন্যায়কে তোয়াক্কা না করা, সবেগে ছুটে চলা এই সময়ের কাছে।